

নগর সংবাদ

NAGAR SANGBAD

বর্ষ ৫: সংখ্যা ১৮
Vol. V No. 18

এলজিইডির আওতাধীন আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট (UMSU) এর একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা
A QUARTERLY UMSU PUBLICATION OF LGED

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৯
October-December 2009

এডিবি'র সহায়তায় সিটি রিজিওন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়নের লক্ষ্যে কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের যাত্রা শুরু

বাংলাদেশ সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) মধ্যে কারিগরি সহায়তা সংক্রান্ত ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় “প্রজেক্ট প্রিপারেটরী টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্স (পিপিটিএ) ফর প্রিপারিং সিটি রিজিওন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট” শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি অক্টোবর ২০০৯ - সেপ্টেম্বর ২০১০ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এডিবি ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে গত ১৯ অক্টোবর ২০০৯ কারিগরি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ক্রমবর্ধমান নগরায়ণ জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এক্ষেত্রে বড় বড় শহর ও তৎসংলগ্ন মাঝারী শহর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। এসব শহরগুলোর উন্নয়নে অঞ্চল ভিত্তিক (রিজিওনাল) ভিশন নির্ধারণ পূর্বক সমন্বিত শহর পরিকল্পনার মাধ্যমে দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদী বিনিয়োগের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা প্রয়োজন। পরিকল্পিত আঞ্চলিক নগরায়ণে সিটি রিজিওনসমূহ দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এ ধারণায় “সিটি রিজিওন ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প” শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়ন করা হবে। আশা করা যায় ২০১১ সালে বিনিয়োগ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু করা যাবে। ইতোমধ্যে উল্লেখিত বিনিয়োগ প্রকল্পে এডিবি থেকে প্রায় ১০০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ঋণ/অনুদান) প্রদানের প্রাথমিক নিশ্চয়তা পাওয়া গিয়েছে।

সম্প্রতি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য এডিবি কর্তৃক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের পর পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করেছে। গত ১৩-১৭ ডিসেম্বর ২০০৯ এডিবি সদর দপ্তর ম্যানিলা থেকে মিঃ মাসাউকি তাসিবি ও মিঃ ডেভিড মার্কোন্স্টার্ন সমন্বয়ে ইনসেপশন মিশন কারিগরি প্রকল্পটির কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য বাংলাদেশ সফর করে। মিশন ১৩ ডিসেম্বর ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, রাজউক ও এলজিইডির

(এরপর ২য় পৃষ্ঠায়)



গত ৮ ডিসেম্বর এলজিইডি সদর দপ্তরে বাংলাদেশ সরকার ও কেএফডব্লিউ এর মধ্যে ইতোপূর্বে স্বাক্ষরিত অর্থায়ন চুক্তি সম্পর্কিত স্বতন্ত্র অপর একটি প্রাসঙ্গিক চুক্তি স্বাক্ষরের সংশ্লিষ্ট নথিপত্র বিনিময় করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান ও কেএফডব্লিউ এর পরিচালক মিঃ ক্রিস্টোফ আইজেনমান। এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ নাজমুল হাসান ও জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা পাটোয়ারী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মুহঃ আজিজুল হক, ইউজিপি-২ এর প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নুরুল্লাহ, ইউজিপি ও স্টিফ-২ এর প্রকল্প পরিচালক এস কে আমজাদ হোসেন এবং এডিবি বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের সিনিয়র প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম।

কেএফডব্লিউ'র সঙ্গে এলজিইডির চুক্তি স্বাক্ষরিত

গত ৭ ডিসেম্বর এলজিইডির দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পে জার্মানীর আর্থিক সহায়তা প্রদান বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার ও জার্মান কারিগরি সহায়তা প্রতিষ্ঠান (কেএফডব্লিউ) এর মধ্যে ২৪৩ কোটি টাকার একটি অর্থায়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরে এলজিইডি সদর দপ্তরে উল্লেখিত প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে এলজিইডি এবং কেএফডব্লিউ এর মধ্যে গত ৮ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে পৃথক একটি সহায়তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান এবং কেএফডব্লিউ এর পরিচালক মিঃ ক্রিস্টোফ আইজেনমান তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ নাজমুল হাসান ও জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা পাটোয়ারী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মুহঃ আজিজুল হক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের সিনিয়র প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, ইউজিপি-২ এর প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নুরুল্লাহ, ইউজিপি ও স্টিফ-২ এর প্রকল্প পরিচালক এস কে আমজাদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন। এর আগে গত ৭ ডিসেম্বর ২০০৮ একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। অবকাঠামো

উন্নয়নের পাশাপাশি উন্নয়নকে টেকসই করা এবং পৌরসভাসমূহে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশের ৩৫টি পৌরসভায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

গত পহেলা জানুয়ারী ২০০৯ তারিখে ছয় বছর মেয়াদী প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় শহরের বস্তি এলাকার উন্নয়নসহ অবকাঠামো উন্নয়ন, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য-ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং অন্যান্য পৌর পরিসেবাসমূহ বাড়ানো হবে। পরবর্তীতে আরও কিছু পৌরসভা প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। (এরপর ২য় পৃষ্ঠায়)

ভেতরের পাতায়

- সম্পাদকীয়
- মিশন, প্রশিক্ষণ
- নওয়াপাড়া পৌর মেয়রের সাক্ষাৎকার
- সভা, বিদেশ সফর
- পিডিপি গাইডলাইনের ওপর ওরিয়েন্টেশন
- জেডার বিষয়ক কর্মশালা
- বীর শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ ও রাস্তার নামকরণ
- অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম পরিদর্শন



টেকসই উন্নয়নে প্রয়োজন জনঅংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয় জনগণের আর্থ-সামাজিক ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে। প্রত্যেক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে প্রণয়ন করা হয় উন্নয়ন পরিকল্পনা। পরিকল্পনা প্রণয়নে ত্রুটি বা দুর্বলতা থাকলে প্রকল্প বাস্তবায়নের পর নির্ধারিত সুফল যেমন পাওয়া যায় না, উন্নয়নও তেমনি টেকসই হয় না।

উন্নয়নকে টেকসই করতে তথা প্রকল্প বাস্তবায়নের দীর্ঘ মেয়াদী সুফল পেতে প্রয়োজন সঠিক ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রণয়ন। আর এর জন্য দরকার উন্নয়নের সুফলভোগীদের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সম্পৃক্ত করে উন্নয়নের অংশীদার করা।

বাংলাদেশের পৌরসভাগুলো প্রতি বছর সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। এজন্য পৌরসভা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রতিবছর উন্নয়ন বরাদ্দ পেয়ে থাকে। নিজস্ব সম্পদ আহরণের মাধ্যমে অর্জিত অর্থও প্রতিবছর ব্যয় করা হয় পৌর অবকাঠামোর উন্নয়নে।

বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পৌরসভায় অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ হয়ে থাকে। কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে পৌরসভা কর্তৃক উন্নয়নকৃত অধিকাংশ অবকাঠামোই টেকসই হয় না। এর অনেক কারণ রয়েছে। তবে অন্যতম প্রধান কারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পর্যায়ে মনিটরিং তথা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনঅংশগ্রহণের অভাব।

পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নিয়েছে এলজিইডি। ২০০৩ সালে শুরু হওয়া নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাগুলোর উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে জনসম্পৃক্ততা ও পৌর জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিধান রাখা হয়েছে। বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে পৌরসভার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। শুধুমাত্র উপকারভোগী হিসেবে নয় উন্নয়নের অংশীদার করতে "পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা" বা এমআইডিপি প্রণয়নে ওয়ার্ড লেভেল কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটির (টিএলসিসি) মাধ্যমে পৌরসভার সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

একই ভাবে ২০০৯ সালের জানুয়ারী মাসে শুরু হওয়া দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের আওতাভুক্ত পৌরসভায় "পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা" বা পিডিপি প্রণয়ন কাজেও জনগণের অংশগ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় পৌরসভায় যে সব উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন করা হবে তা অবশ্যই পিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে এলজিইডির বিভিন্ন নগর উন্নয়ন প্রকল্প যেমন, ইউজিপি, ইউজিপি-২, ইউপিপিআরপি, সিফ-২ ইত্যাদির মাধ্যমে দরিদ্র এলাকার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য "কমিউনিটি এ্যাকশন প্ল্যান" বা ক্যাপ তৈরী করা হয়ে থাকে। ক্যাপ তৈরীতে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি বা সিডিসির সদস্যগণ সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। এসব অবকাঠামো নির্মাণেও সম্পৃক্ত থাকেন দরিদ্র এলাকার জনগণ।

শুধুমাত্র বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পই নয়, এখন থেকে সব ধরনের প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পৌরসভাগুলোকে জনগণের অংশগ্রহণ বাড়ানোর বিষয়টি চিন্তা করতে হবে। জনঅংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণীত হলে নাগরিকগণ পৌরসভামুখী হবেন। এতে একদিকে পৌরসভার রাজস্ব আদায় যেমন বৃদ্ধি পাবে, সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়নও হবে দীর্ঘস্থায়ী। আর উন্নয়ন দীর্ঘস্থায়ী হলে এর রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কমে আসবে। তাতে পৌরসভাগুলো সহজেই সাবলম্বী হতে পারবে।

কেএফড্রিউর সঙ্গে এলজিইডির চুক্তি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ৩টি পর্যায়ে ৬ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। ১ম পর্যায়ে দেড়বছর (১লা জানুয়ারী ২০০৯ থেকে ৩০ জুন ২০১০ পর্যন্ত) প্রস্তুতিমূলক কাজ হিসেবে পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) প্রণয়নসহ নাগরিকদের সম্পৃক্ত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কমিটি গঠন করে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করা হবে। ২য় পর্যায়ে দুই বছরে (১ জুলাই ২০১০ থেকে ৩০ জুন ২০১২ পর্যন্ত) পৌরসভার জন্য নির্দিষ্ট বরাদ্দের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ অর্থ অবকাঠামো উন্নয়নের কাজে ব্যবহৃত হবে এবং নগর পরিচালন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন করা হবে। ৩য় পর্যায়ে আড়াই বছর (১লা জুলাই ২০১২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত) পৌরসভার নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচির বাস্তবায়নসহ অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পটি একটি সাফল্য নির্ভর (পারফরমেন্স বেইজড) প্রকল্প, ১ম পর্যায়ের করণীয় কাজ সম্পাদনে কোনও পৌরসভা ব্যর্থ হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হবে না এবং সে ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কোনও বরাদ্দ পাবে না।

প্রকল্পটিতে বাংলাদেশ সরকারসহ ৩টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা অর্থের যোগান দিচ্ছে। এরমধ্যে বাংলাদেশ সরকারের ২১৭.৫৪ কোটি টাকা, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ঋণ হিসেবে ৫৯৬.৫৫ কোটি টাকা এবং কেএফড্রিউ ও জিটিজেড যথাক্রমে ২৪৭.৩৫ কোটি ও ৩২.২৩ কোটি টাকা অনুদান হিসেবে অর্থের যোগান দেবে।

উল্লেখ্য, গত ৪ নভেম্বর ২০০৮ বাংলাদেশ সরকার ও এডিবির মধ্যে ঋণচুক্তি এবং ৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ জার্মান সরকারের কারিগরী সহায়তা প্রতিষ্ঠান জিটিজেড এর সঙ্গে প্রকল্প সহায়তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ■

সিটি রিজিওন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রণয়নের লক্ষ্যে কারিগরী সহায়তা প্রকল্প

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় এবং ১৬ ডিসেম্বর নওয়াপাড়া পৌরসভা ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে খুলনা সিটি কর্পোরেশন, কেডিএ, খুলনা ওয়াসা ও এলজিইডির প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করে। মিশন ১৪ ডিসেম্বর স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব ও মহাপরিচালকের সঙ্গে মতবিনিময় করে। ■



চাঁদপুর পৌরসভার পূর্তকাজ পর্যবেক্ষণ করেন এডিবি রিভিউ মিশনের সদস্য ও এডিবির প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক জনাব ফরাজী শাহাবুদ্দিন আহমেদ ও প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ জাহিদুর রহমান খান উপস্থিত ছিলেন।

মিশন

□ এডিবি রিভিউ মিশন

ইডিডিআরপিভুক্ত পৌরসভা পরিদর্শন

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে ২ সদস্যের এডিবি রিভিউ মিশন গত ১০-২৫ ডিসেম্বর ইমারজেন্সি ডিজাস্টার ড্যামেজ রিহাবিলিটেশন (সেক্টর) প্রজেক্ট, ২০০৭; পাট-সিঃ মিউনিসিপ্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার এর কার্যক্রম পরিদর্শন করে। মিশন সিরাজগঞ্জ, চাঁদপুর ও ফেনী পৌরসভায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন পূর্তকাজ পরিদর্শন এবং পৌরসভার মেয়র ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রকল্পের কার্যক্রম ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করে। কাজের অগ্রগতিতে মিশন সন্তোষ প্রকাশ করে। মিশন প্রধান জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে পৌরসভাকে আরও উন্নত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এসময় ইডিডিআরপি প্রকল্প পরিচালক জনাব ফরাজী শাহাবুদ্দিন আহমেদ, উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব আতাউর রহমান খান, সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ জুবায়ের আহমেদ, ডেপুটি টিম লিডার গাজী মোহাম্মদ মহসীন এবং পরামর্শকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ■

প্রশিক্ষণ

□ ডব্লিউএসি-১ শীর্ষক প্রশিক্ষণ

গত ১১-১৫ ও ১৮-২২ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে দুই ব্যাচে এমএসইউ এর আয়োজনে এলজিইডি সদর দপ্তরে পৌরসভার কার্য-সহকারীদের জন্য “ওয়ার্ক এ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং অন কংক্রিট-১” শীর্ষক পাঁচদিনের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ৬৯টি পৌরসভা থেকে আগত কার্য-সহকারীগণ এতে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিটের পরিচালক জনাব মুহঃ আজিজুল হক। এসময় প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, এই প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে কার্য-সহকারীদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পাবে। প্রশিক্ষণ

লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে নির্মাণ কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে। এসময় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিটের উপ-পরিচালক জনাব মোঃ আফজাল হোসেন এবং জনাব মোঃ আসাদুল হক। প্রশিক্ষণশেষে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নাজমুল হাসান প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন।

□ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ শীর্ষক প্রশিক্ষণ

এমএসইউর আয়োজনে এলজিইডি সদর দপ্তরে ১৮-২২ ও ২৫-২৯ অক্টোবর, ১-৫, ৮-১২ ও ১৫-১৯ নভেম্বর এবং ২০-২৪ ও ২৭-৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ সাতটি ব্যাচে পাঁচ দিনব্যাপী পৌরসভার উপ সহকারী প্রকৌশলীদের “মেইনটেনেন্স অব কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কস” শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ১৮২টি পৌরসভার উপ-সহকারী প্রকৌশলীগণ এতে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিটের পরিচালক জনাব মুহঃ আজিজুল হক। তিনি বলেন, অবকাঠামো নির্মাণ শেষ হবার পর রক্ষণাবেক্ষণ করা না হলে উন্নয়ন দীর্ঘস্থায়ী হয় না। টেকসই কাজের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ অপরিহার্য। সঠিক সময়ে রক্ষণাবেক্ষণ করা না হলে অর্থের অপচয় হয়। রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে কীভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় তা শিখে কর্মক্ষেত্রে ব্যবহারই হবে এই প্রশিক্ষণের সার্থকতা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানগুলোতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিটের উপ-পরিচালক জনাব মোঃ আফজাল হোসেন এবং জনাব মোঃ আসাদুল হক।



অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ শীর্ষক প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিটের পরিচালক জনাব মুহঃ আজিজুল হক।

প্রশিক্ষণশেষে আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিটের পরিচালক জনাব মুহঃ আজিজুল হক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রকৌশলীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন।

□ কুমিল্লায় ট্যাক্স রেকর্ড শীর্ষক প্রশিক্ষণ

রিজিওনাল আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট কুমিল্লা অঞ্চলের আয়োজনে গত ২৬-২৯ অক্টোবর ২০০৯ চার দিনব্যাপি রিস্ট্রোসার্স ট্রেনিং অন কম্পিউটারাইজেশন এন্ড ইমপ্রুভমেন্ট ম্যানেজমেন্ট অব ট্যাক্স রেকর্ড শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এলজিইডি কুমিল্লা অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ হারুন উর রশিদ। প্রশিক্ষণ সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নাজমুল হাসান। সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউজিপি-২ এর কুমিল্লা অঞ্চলের টিম লিডার মোঃ সোহরাব হোসেন, মিউনিসিপ্যাল ফাইন্যান্স এন্ড একাউন্টেন্ট স্পেশালিস্ট জনাব মোঃ সাহিনুল হক এবং সহকারী পরিচালক জনাব মোজাম্মেল হক। কেন্দ্রীয় মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিটের সিস্টেম এ্যানালিস্ট জনাব মোঃ কয়েস বিন হাবিব প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। ১১টি পৌরসভার ২৩জন কর আদায়কারী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। সভাপতির বক্তব্যে জনাব মোঃ হারুন উর রশিদ আশা প্রকাশ করেন, প্রশিক্ষণার্থীগণ এই প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে পৌরসভার কর আদায় বৃদ্ধি এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবেন। ■

সিটিফ-২ এর সিডিসি সদস্যদের আত্ম কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ

এলজিইডির মাঝারী শহর সমন্বিত বন্যা প্রতিরোধ প্রকল্প-২ এর উদ্যোগে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভায় সিডিসি সদস্যদের জন্য বিভিন্ন দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। আত্ম কর্মসংস্থান ও আয়বর্ধক প্রশিক্ষণের মধ্যে গাইবান্ধা পৌরসভায় সম্প্রতি ৪০ জন সিডিসি সদস্যকে সেলাই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এছাড়া মুন্সিগঞ্জে ৩০জন, বি.বাড়িয়ায় ২৪জন, সুনামগঞ্জে ২৭জন, জামালপুরে ২৮জন এবং গাইবান্ধায় ২১জন সিডিসির প্রতিনিধিকে তিন মাসব্যাপী কমিউনিটি টিউবওয়েল রক্ষণাবেক্ষণের ওপর প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে টিউবওয়েল মেরামত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ■

নওয়াপাড়া পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ এনামুল হক বাবুলের সাক্ষাৎকার

যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ পৌরসভা নওয়াপাড়া। ২০০৪ সালের পৌরসভা নির্বাচনে নির্বাচিত মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জনাব মোঃ এনামুল হক বাবুল। দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে নিরলস কাজ করে চলেছেন পৌরপরিসেবার মান উন্নয়নে। নওয়াপাড়া পৌরসভার উন্নয়নে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বলেছেন তিনি এই সাক্ষাৎকারে।

পৌরসভার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থায় মেয়রের দায়িত্ব পালন করছেন। এ বিষয়ে কিছু বলুন।

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে পৌরসভা একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষায়িত সেবাদানকারী সংস্থা। পৌরসভার মেয়র পদটি অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ। কারণ এদেশের অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে সেবা দেয়ার এত সুযোগ নেই। সে জন্য মাননীয় সংসদ সদস্যসহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে পৌরসভার মেয়রদের দায়িত্বের অনেক পার্থক্য রয়েছে। জুতা সেলাই থেকে চন্ডিপাঠ অর্থাৎ সব রকমের কাজের দায়িত্ব পৌরসভার। যোগাযোগ ব্যবস্থা, পানি নিষ্কাশন, খাবার পানি সরবরাহ, ময়লা আবর্জনা অপসারণ, সড়কবাতির ব্যবস্থা, মশক নিধন, স্যানিটেশন, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা বিস্তার, বেওয়ারিশ কুকুর নিধন, কুকুরে কামড়ানো রোগীদের প্রতিষেধক (এআরভি) সরবরাহ, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, স্থানীয় আদালতের মাধ্যমে শালিস-বিচার, টিকাদান কর্মসূচি, সরকারি সাহায্য বিতরণ, বৃক্ষরোপণ, নাগরিকদের বিনোদন ব্যবস্থা – সব কাজই পৌরসভার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এসব সেবার জন্য নাগরিকগণ সরাসরি মেয়রের স্মরণাপন্ন হন। বাংলাদেশের অন্য জনপ্রতিনিধিদের সরাসরি রাজস্ব আয় করে ব্যয় নির্বাহ করার প্রয়োজন পড়ে না। পৌরসভাকে সরাসরি আয় করে ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। বিষয়টি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে স্পর্শকাতর। তাছাড়া বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের উদ্যোগ গ্রহণ, অর্থ সংগ্রহ এবং বাস্তবায়নসহ পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশাসনিক কার্যক্রমের তদারকি মেয়রকেই করতে হয়। এসব কাজের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেই নির্বাচনের মাধ্যমে ২০০৪ সালের জুন মাসে দায়িত্ব গ্রহণ করি। দায়িত্ব নেয়ার সময় নওয়াপাড়া পৌরসভার বার্ষিক আয় ছিল ৫৯ লক্ষ টাকা এবং ট্যাক্স আদায়ের হার ছিল মাত্র ৩১.২১%। নাগরিকদের সহযোগিতা, কাউন্সিলর এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বর্তমানে পৌরসভার বার্ষিক আয় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা এবং কর আদায়ের হার ৯৭.৪৩%। নবগঠিত ২৫.১২ বর্গ কিঃমিঃ পৌরসভার অনেক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছি। পৌরসভার পরিসেবাগুলো কম বেশী দেয়ার চেষ্টা করেছি।

নওয়াপাড়া পৌরসভার মূল সমস্যা কী?

নওয়াপাড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে ২০০৪ সালে দায়িত্ব নেয়ার সময় নাগরিকদের অধিকাংশ সেবা দেয়ার ব্যবস্থা ছিল না। আল্লাহর ইচ্ছায় এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রায় সব পরিসেবা কম-বেশী দেয়া সম্ভব হয়েছে। দেশের অনেক অঞ্চলের মত নওয়াপাড়া পৌর এলাকায় বর্তমানে মূল সমস্যা হচ্ছে মাদক ব্যবসা এবং মাদক সেবন। ভারতের খুব কাছাকাছি হওয়ার কারণে মাদক ব্যবসা এবং মাদক সেবন প্রকট আকার ধারণ করেছে। আর একটি সমস্যা পৌরসভা সৃষ্টির বহুপূর্বে এখানে শহর

গড়ে ওঠায় এবং বিগত পৌর কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাবে অপরিপক্কভাবে বাড়িঘর নির্মিত হওয়ায় প্রশস্ত রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং এলাকার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা দুরূহ হয়ে পড়েছে।



নওয়াপাড়া পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ এনামুল হক বাবুল

এসব সমস্যা সমাধানে আপনার পরিকল্পনা কী?

ইউজিপের নির্দেশনা অনুযায়ী ওয়ার্ড কমিটি ও টিএলসিসি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির সদস্যগণকে সঙ্গে নিয়ে পাড়ায় মহল্লায় সভা সমাবেশের মাধ্যমে জনসাধারণকে মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে অবহিত করাসহ মাদক প্রতিরোধে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। মহান জাতীয় সংসদের মাননীয় হুইপ অধ্যক্ষ শেখ আব্দুল ওহাব এমপি এর নেতৃত্বে বিভিন্নভাবে মাদকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের চেষ্টা চলছে। ফলশ্রুতিতে মাদক ব্যবসা এবং এর ব্যবহারের প্রকটতা অনেকটা কমে এসেছে। সরকারের অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সম্মিলিতভাবে কাজ করে আরও উন্নতি করার চেষ্টা চলছে। পৌরসভার নাগরিক, জনপ্রতিনিধি এবং নগর পরিকল্পনাবিদদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পরিপক্কভাবে বাড়িঘর নির্মাণ করা হচ্ছে। নাগরিকদের উদ্যোগে অপ্রশস্ত রাস্তা-ঘাটগুলো চওড়া করা হচ্ছে।

পৌরসভা পৌরবাসীকে বিভিন্ন ধরনের পরিসেবা দিয়ে থাকে। কোন ধরনের সেবাকে আপনি অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন?

আগেই বলেছি পৌর পরিসেবার নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা থেকে শুরু করে স্বামী-স্ত্রীর বিরোধসহ সব সমস্যা সমাধানের জন্য নাগরিকগণ পৌরসভার মেয়রের স্মরণাপন্ন হন। দারিদ্রতাই উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় বলে আমার বিশ্বাস। তাই দারিদ্র দূরীকরণ আমার লক্ষ্য। আর দারিদ্র দূর করতে গেলে দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। পৌর এলাকায় শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে ভবিষ্যতে আরও কর্মসূচি গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে আমার।

পৌরসভার উন্নয়নকল্পে একজন আদর্শ মেয়রের ভূমিকা কী হওয়া উচিত?

সব ধরনের পৌর নাগরিক সুযোগ সুবিধাদি যথাযথভাবে প্রদান নিশ্চিত করাসহ পৌর নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতঃ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পৌর কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ, দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ, পৌরসভার অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করা এবং

ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে দূর্নীতিমুক্ত থাকা, কাউন্সিলর ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দূর্নীতিমুক্ত রাখার লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা একজন আদর্শ মেয়রের ব্রত হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

পৌরসভা সুষ্ঠু পরিচালনার ক্ষেত্রে কাউন্সিলরদের ভূমিকা কী হতে পারে?

ওয়ার্ড কমিটির সদস্যদের সঙ্গে মত বিনিময় করে নিজ নিজ এলাকার সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ, কর প্রদানে ওয়ার্ডবাসীদের উদ্বুদ্ধ করা, লেখাপড়াযোগ্য ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে মা-বাবাকে উৎসাহিত করা এবং মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলাসহ পৌরসভার সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে মেয়র এর সহযোগিতা হিসেবে নিবিড়ভাবে কাজ করা।

পৌরসভার কাজকে গতিশীল করতে এবং কাজে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছেন?

নাগরিক সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য পৌরসভার প্রধান ফটকে সিটিজেন চার্টার স্থাপন করা হয়েছে। পৌরসভার কাজকে গতিশীল করতে এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধির নিমিত্তে বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠিত কমিটি তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে কি-না তা পৌর পরিষদের প্রতিটি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। প্রতিমাসে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে মতবিনিময় করা হয়। প্রতিটি ওয়ার্ডে গঠিত ওয়ার্ড কমিটি এবং টিএলসিসিসহ বিভিন্ন কমিটি কর্তৃক চিহ্নিত সমস্যাদি ও সুপারিশের আলোকে পৌর পরিষদে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্বক তা বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে প্রতিবছর 'জনতার মুখোমুখি' অনুষ্ঠানে পৌরসভার বিগত দিনের কর্মকাণ্ড এবং আয়-ব্যয় ও বাজেট জনগণের সামনে তুলে ধরা হয়। খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে আমরা আমাদের ভুলত্রুটি সংশোধনের সুযোগ গ্রহণ করে থাকি।

নারীর ক্ষমতায়নের জন্য পৌরসভা কী ভূমিকা পালন করতে পারে?

আমাদের দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। তাই পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও নেতৃত্বে এগিয়ে আসতে হবে। দেশ ও জাতির উন্নয়নের স্বার্থে নারীদের ক্ষমতায়ণ আবশ্যিক। পৌরসভা তৃণমূল পর্যায়ের একটি প্রতিষ্ঠান। তৃণমূল পর্যায়ের নারীরাই একদিন দেশের জন্য অবদান রাখতে সক্ষম হবেন। সে লক্ষ্যে নওয়াপাড়া পৌরসভার বিভিন্ন কমিটিতে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা সহ কয়েকটি কমিটির মূল দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এভাবেই পৌর কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। তাছাড়া ইউজিপের দারিদ্র হ্রাসকরণ ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় গঠিত সিডিসিতেও নারীদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ■

সভা

ইউজিপ-২

পৌর কাউন্সিলর ও কর্মকর্তাদের অবহিতকরণ সভা

এলজিইডির দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (ইউজিপ-২) এর আওতায় গত ৭ অক্টোবর প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার কাউন্সিলরদের, ৫ নভেম্বর পৌরসভার ৫টি শাখায় কর্মরত কর্মকর্তাদের এবং ১৭ নভেম্বর পৌরসভার ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্য সচিবদের অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলজিইডির ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত উল্লেখিত সভাগুলোতে সভাপতিত্ব করেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নূরুল্লাহ। সভায় উপস্থিত ছিলেন আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিটের পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মুহঃ আজিজুল হক, ঢাকার আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক



ইউজিপ-২ এর পৌর কাউন্সিলর ও কর্মকর্তাদের অবহিতকরণ সভায় বক্তব্য রাখছেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নূরুল্লাহ।

প্রকৌশলী জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, উপ প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন হাওলাদার ও জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম খান, সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ শামসুদ্দিন আহমেদ, ইউজিপ-২ এর আরবান প্ল্যানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট এ্যাডভাইজার জনাব মোঃ আবদুল গফফার, ট্রেনিং এন্ড কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট এ্যাডভাইজার মিঃ এস. জামান, সোশাল এন্ড জেভার ডেভেলপমেন্ট অফিসার সৈয়দা সাহানারা বেগম এবং ট্রেনিং অফিসার জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান মনির।

পর্যালোচনা সভা

ইউজিপ-২ এর আওতাধীন ৩৫টি পৌরসভার নির্বাহী কর্মকর্তা/সহকারী প্রকৌশলী/সচিবদের অংশগ্রহণে গত ১২ অক্টোবর এলজিইডি সদর দপ্তরে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নূরুল্লাহ। পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন উপ প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন হাওলাদার ও জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম খান এবং সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ শামসুদ্দিন আহমেদ।

টিএলসিসি সভা

বিনাইদহ পৌরসভা

এলজিইডির দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পভুক্ত বিনাইদহ পৌরসভায় গত ১২ নভেম্বর ২০০৯ নগর সমন্বয় কমিটির চতুর্থ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিনাইদহ পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ আব্দুল মালেক। সভায় ইউজিপ-২ এর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।



বিনাইদহ পৌরসভায় টিএলসিসির চতুর্থ সভায় বক্তব্য রাখছেন বিনাইদহ পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ আব্দুল মালেক।

চাঁদপুর পৌরসভা

রিজিওনাল আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট কুমিল্লা অঞ্চল কর্তৃক চাঁদপুর পৌরসভায় গত ১৬ নভেম্বর ২০০৯ টিএলসিসি সদস্যদের পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। চাঁদপুর পৌরসভার মেয়র জনাব নাছির উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ হারুন উর রশিদ ও জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মমিনুল



টিএলসিসি সদস্যদের পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন চাঁদপুর পৌরসভার মেয়র নাছির উদ্দিন আহমদ।

মেয়র নাছির উদ্দিন আহমদ টিএলসিসির বিগত সভাগুলোর সুপারিশের মাধ্যমে যে সব কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন। তিনি ইউজিপ-২ বাস্তবায়নে টিএলসিসি সদস্যদের করণীয় সম্পর্কিত ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান। টিএলসিসি সভায় উপস্থিত ছিলেন ইউজিপ-২ এর কুমিল্লা অঞ্চলের টিম লিডার জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন।

নগর সংবাদে আপনার পৌরসভার সংবাদ প্রেরণ করুন

আপনার পৌরসভার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সংক্রান্ত সংবাদ নগর সংবাদ প্রকাশের জন্য নিচের ঠিকানায় প্রেরণের অনুরোধ জানানো হলো। সংবাদ পাঠানোর ঠিকানা : জনাব মুহঃ আজিজুল হক, পরিচালক, আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট ও সম্পাদক, নগর সংবাদ।

(দৃষ্টি আকর্ষণঃ সৈয়দ মাহবুব আহসান, পাবলিকেশন কনসাল্টেন্ট)

আরডিইসি ভবন (লেভেল-৭), এলজিইডি, আগারগাঁও, শেরে-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

E-mail: ahsan_lged@yahoo.com Phone : 8123760, Mobile : 01715009226

লক্ষ্মীপুর পৌরসভায় মহিলা

কাউন্সিলরদের আঞ্চলিক ফোরামের সভা



লক্ষ্মীপুর পৌরসভার মেয়র জনাব সাহাবউদ্দিন সাবুকে আঞ্চলিক ফোরামের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানান হয়।

গত ১৭ ডিসেম্বর লক্ষ্মীপুর পৌরসভা মিলনায়তনে দিনব্যাপী মহিলা কাউন্সিলরদের ৪নং আঞ্চলিক ফোরামের ৯ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ফেনী, লাকসাম, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও লক্ষ্মীপুর পৌরসভার মহিলা কাউন্সিলরগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন ৪নং আঞ্চলিক ফোরামের সভাপতি লাকসাম পৌরসভার কাউন্সিলর জনাবা পারুল বেগম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্মীপুর পৌরসভার মেয়র জনাব সাহাবউদ্দিন সাবু। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন প্যানেল মেয়র জনাব দেলোয়ার হোসেন, ফেনী পৌরসভার মহিলা কাউন্সিলর ও কেন্দ্রীয় ফোরামের নির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদিকা জনাবা আঞ্জুমান আরা গিয়াস খুকু এবং বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব মোজাম্মেল হোসেন।

বিদেশ সফর

গত ২-৬ নভেম্বর ২০০৯ চীনের সাংহাইতে অনুষ্ঠিত “রিজিওনাল ওয়ার্কশপ অন সাসটেইনেবল আরবানাইজেশন” শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেন স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সৈয়দ মাহবুব হাসান, উপ সচিব জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন ও ইউজিপ এর প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন। উক্ত কর্মশালায় প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প এবং পৌরসভার পরিচালন পদ্ধতির উন্নয়ন ও নগর সুশাসন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করেন।

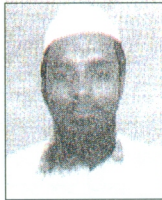
গত ৩১ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নতিকরণ প্রকল্পের সড়ক নির্মাণ কাজের দশটি প্যাকেজের দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির বহিঃসদস্য হিসেবে ইডিডিআরপি ২০০৭ : পাট-সি এর প্রকল্প পরিচালক জনাব ফরাজী শাহাবউদ্দিন আহমেদ চীন ভ্রমণ করেন।



মরহুম আনসার আলী

(৩ অক্টোবর ১৯৬২-২৫ নভেম্বর ২০০৯)

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সদর দপ্তরের সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট এ কর্মরত সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আনসার আলী গত ২৫ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬:৩০ ঘটিকায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইল্লালিল্লাহি...রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৭ বৎসর। তিনি ১৯৬২ সালের ৩ অক্টোবর বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম উপজেলার মথুরাপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। মরহুম আনসার আলী ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভের পর ১৯৯২ সালে সহকারী প্রকৌশলী হিসাবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে যোগদান করেন। সদর দপ্তরসহ বিভিন্ন জেলা, উপজেলা ও প্রকল্পে সফলতার সঙ্গে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৮ সালে তিনি এমবিএ ডিগ্রী লাভ করেন। অত্যন্ত মেধাবী, স্পষ্টভাষী ও খোলা মনের এ মানুষটি মৃত্যুকালে একমাত্র ছেলে, স্ত্রী ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে এলজিইডির প্রকৌশলীগণ গভীর শোক প্রকাশ করেন।



মরহুম আনোয়ারুল ইসলাম

(৩১ ডিসেম্বর ১৯৬৩-২৮ অক্টোবর ২০০৯)

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রাইমারী এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-২ এর উপ সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম গত ২৮ অক্টোবর দিবাগত রাত ২টায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইল্লালিল্লাহি...রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৬ বছর। তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেছেন। তিনি ১৯৬৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার মুক্তারপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে এলজিইডির প্রকৌশলীগণ গভীর শোক প্রকাশ করেন।



ইউজিপ-২ এর পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) প্রণয়নের গাইড লাইন বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন সভায় বক্তব্য রাখছেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নূরুল্লাহ। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপ প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন হওলাদার, জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম খান, গভার্নেন্স টিম লিডার মিঃ আলেকজান্ডার জ্যাকনও এবং ইউজিপ-২ এর আরবান প্ল্যানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট এ্যাডভাইজার জনাব মোঃ আবদুল গফফার।

ইউজিপ-২ এর পিডিপি গাইডলাইনের ওপর ওরিয়েন্টেশন

নগর সুশাসন ও অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে পৌরবাসীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে এলজিইডির দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (ইউজিপ-২) ৩৫টি পৌরসভায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। গত ১লা নভেম্বর এলজিইডি সদর দপ্তরে ইউজিপ-২ এর এ্যাডভাইজার, রিজিওনাল টিম কো-অর্ডিনেটর ও ফ্যাসিলিটেট এবং প্রকল্প কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) প্রণয়নের গাইডলাইন বিষয়ে একদিনের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাগুলোতে কীভাবে পিডিপি প্রস্তুত করা হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নূরুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপ প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন হওলাদার, জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম খান, টিম লিডার মিঃ আলেকজান্ডার জ্যাকনও, আরবান প্ল্যানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট এ্যাডভাইজার

জনাব মোঃ আবদুল গফফার, ট্রেনিং এন্ড কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট এ্যাডভাইজার মিঃ এস. জামান এবং সোশাল এন্ড জেডার ডেভেলপমেন্ট অফিসার সৈয়দা সাহানারা বেগম।

সভাপতির বক্তব্যে প্রকল্প পরিচালক পিডিপি প্রস্তুতকরণের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন, পৌরসভার জনগণকে সম্পৃক্ত করে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। যারা এই কাজে সম্পৃক্ত থাকবেন, তাদের আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতে হবে, যাতে করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মান সম্পন্ন পিডিপি তৈরী করা যায়। পিডিপির এই ধারণা বিশ্বের অনেক দেশেই প্রশংসিত হয়েছে।

সমাপনী অধীবেশনে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নাজমুল হাসান। তিনি বলেন, জনগণের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে পিডিপি প্রস্তুত করতে হবে। তিনি পিডিপি প্রণয়নে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার জন্য বলেন।

ইডিডিআরপির জেডার বিষয়ক কর্মশালা

১২ অক্টোবর এডিবি বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের কনফারেন্স হলে ইমারজেন্সি ডিজাস্টার ড্যামেজ রিহ্যাবিলিটেশন (সেক্টর) প্রজেক্ট ২০০৭; পার্ট-সি মিউনিসিপ্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার (ইডিডিআরপি) প্রকল্পভুক্ত ২৭টি পৌরসভার নিবাহী প্রকৌশলীদের নিয়ে জেডার বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নাজমুল হাসান, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব নূরুল হুদা, প্রকল্প পরিচালক জনাব ফরাজী শাহাবউদ্দিন আহমেদ এবং সোশাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড জেডার ডেভেলপমেন্ট অফিসার জনাবা ফেরদৌসী সুলতানা।

এদিকে গত ২ ও ৩ নভেম্বর এলজিইডি সদর দপ্তরে, ১৭ ও ১৮ নভেম্বর ফরিদপুরে এবং ২২ নভেম্বর টাঙ্গাইলে জেডার ও মৌলিক শ্রমমান বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ২ নভেম্বর এলজিইডির সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন প্রকল্পের উপ প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আতাউর রহমান খান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নাজমুল হাসান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী বলেন, ইডিডিআরপির কল্যাণে কর্মএলাকার মহিলারা এখন কর্মজীবী এবং পরিবারে তাদের মর্যাদা বেড়েছে। তিনি সবাইকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার পরামর্শ দেন।



১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে নওয়াপাড়া পৌরসভা কর্তৃক নির্মিত স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন জাতীয় সংসদের হুইপ ও যশোর-৬ আসনের সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ শেখ আব্দুল ওহাব এমপি।

নওয়াপাড়া পৌরসভায় বীর শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ ও রাস্তার নামকরণ

জাতীয় সংসদের হুইপ ও যশোর-৬ আসনের সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ শেখ আব্দুল ওহাব এমপি গত ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসে স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে নওয়াপাড়া পৌরসভা কর্তৃক সম্প্রতি নির্মিত স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। নওয়াপাড়া পৌরসভার মেয়র জনাব এনামুল হক বাবুল এসময় শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। নওয়াপাড়া পৌরসভার সর্বস্তরের জনগণ দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে তাঁদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন। এরপর মাননীয় হুইপ স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা শহীদ নজীবুর রহমান ও শহীদ আঃ বারীক এর নামে পৌরসভা কর্তৃক নামকরণকৃত দুটি সড়কের

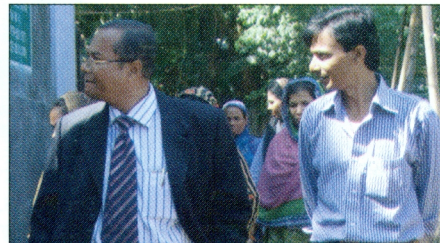
নাম ফলক উন্মোচন করেন। সাবেক যশোর-৪ আসনের প্রাক্তন সংসদ সদস্য জনাব শাহ হাদিউজ্জামান, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ আলহাজ্ব মোকহেদ আলী ফারাজী এবং শহীদ আঃ বারীকের পুত্র জনাব মাহবুবুর রহমান এসময় উপস্থিত ছিলেন। মহান বিজয় দিবসে নওয়াপাড়া পৌরসভা ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যশোরের অভয়নগর উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্বর্ধনা প্রদান করে। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের মাননীয় হুইপ অধ্যক্ষ শেখ আব্দুল ওহাব এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অভয়নগর উপজেলা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আব্দুল মালেক। ■

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম পরিদর্শন

এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নাজমুল হাসান গত ২৯ অক্টোবর এলজিইডির নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। প্রকল্পের টাউন টিমের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে ইউপিপিআরপি কার্যক্রম সম্পর্কে তাকে বিস্তারিত ভাবে জানানো হয়। এরপর তিনি রৌফাবাদ সিডিসির হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান ও জীবিকা উপার্জন পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং পরিবেশের উন্নতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন। প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় নির্মিত ল্যাট্রিন, ডিপ টিউবওয়েল, ফুটপাথ, ড্রেন, বর্জ্য সংগ্রহ কর্মসূচি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তহবিলের আওতায় শিক্ষানবীস কর্মসূচি, বাড়েপড়া ছাত্রছাত্রীদের পুনরায় স্কুলে ভর্তি, হতদরিদ্রদের ব্যবসা উন্নয়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রম অবলোকন করে এসবের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা

নিরসনে করণীয় এবং লক্ষ্য অর্জনের কৌশল সম্পর্কে পরামর্শ দেন।

এর আগে গত ২৭ অক্টোবর তিনি কুমিল্লা পৌরসভায় রিজিওনাল আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট আয়োজিত পৌরসভার কর আদায়কারীদের জন্য অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। ২৮ অক্টোবর কুমিল্লার বার্ডে অনুষ্ঠিত ৬৮তম বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে তিনি সার্টিফিকেট বিতরণ করেন। ■



এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নাজমুল হাসান নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

রাস্তামাটি ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভায় এডিবি কান্ট্রি ডিরেক্টর

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচি পরিদর্শনে যান। ক্ষুদ্রঋণের আওতায় দরিদ্র মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত কোমরতাঁত, মাশরুম চাষ ও পশু পালন কাজ পর্যবেক্ষণ করেন। ইউজিপের প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন এসময় বলেন, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সদস্যরা নিজেরাই নিজেদের উন্নয়নের জন্য কমিউনিটি এ্যাকশন প্ল্যান (ক্যাপ) প্রস্তুত করে এর বাস্তবায়ন করে চলেছেন। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন কর্মসংস্থানমূলক কাজের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর যে পথচলা শুরু হয়েছে তা অব্যাহত থাকবে।

গত ১৪ ডিসেম্বর চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা পরিদর্শনকালে কান্ট্রি ডিরেক্টর পৌরসভার প্রতিটি কক্ষ ঘুরে দেখেন এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলে বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চান। পৌর আদালত, সিটিজেন চার্টার ও পরামর্শ বাস্তব দেখে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। সন্ধ্যায় কান্ট্রি ডিরেক্টর পৌর সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত টিএলসিসি সভায় যোগদান করেন। সভায় মেয়র অধ্যাপক আতাউর রহমান বলেন, ১৯০৩ সাল থেকে পৌরসভার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে উন্নয়ন কাজ পরিচালিত হচ্ছে। পৌর নাগরিকদের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতায় এসব সম্ভব হয়েছে।

কান্ট্রি ডিরেক্টর মিঃ পল. জে. হেইটেন্স বলেন, এডিবি ১৯৭৩ সাল থেকে বাংলাদেশকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক খাতে আর্থিক সহায়তা দিয়ে আসছে। কাজের পরিধি বৃদ্ধি ও উন্নয়ন কার্যক্রমে এডিবির সহায়তা বেড়ে যাওয়ায় ১৯৮২ সালে বাংলাদেশে এডিবির আবাসিক মিশন স্থাপন করা হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এডিবির একটি ভাল সদস্য হিসেবে ইতোমধ্যেই সুনাম অর্জন করেছে।

এরপর কান্ট্রি ডিরেক্টর স্থানীয় শিল্পীদের আয়োজনে শহীদ সাটু হলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদেন। অনুষ্ঠানে দেশত্ববোধক গান, নৃত্য ও পৌর কর্মকাণ্ডের বিষয়ে জনসচেতনতামূলক গল্পেরা পরিবেশন করা হয়।

কান্ট্রি ডিরেক্টর ১৫ ডিসেম্বর চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভায় ইউজিপ এর মাধ্যমে নির্মিত অবকাঠামো সরেজমিন পরিদর্শন করেন। তিনি রাজারামপুর, চরমোহনপুর, মেথরপাড়া পাবলিক টয়লেট ও শহীদ সাটু হল মার্কেট পরিদর্শন করেন। এরপর তিনি আলীনগর ভূতপুকুর এলাকায় দারিদ্র হ্রাসকরণ, ক্ষুদ্রঋণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় দরিদ্র মহিলাদের পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভায় ইউজিপ এর আওতায় নির্মিত ট্রাক টার্মিনাল পরিদর্শন করেন এবং টোল আদায় ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। ■



স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব মনজুর হোসেন ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা পৌরসভা পরিদর্শন করেন। এসময় ময়মনসিংহ-৫ আসনের সংসদ সদস্য জনাব কে এম খালিদ উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয় সরকার বিভাগ সচিবের ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা পৌরসভা পরিদর্শন

স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব মনজুর হোসেন গত ১১ ডিসেম্বর ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা পৌরসভা পরিদর্শন করেন। এসময় ময়মনসিংহ-৫ আসনের সংসদ সদস্য জনাব কে এম খালিদ উপস্থিত ছিলেন। জনাব মনজুর হোসেন মুক্তাগাছা পৌরসভার সব সরকার রেজিঃ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ কাজসহ মানকোন ইউনিয়ন পরিষদ থেকে তালতলা রাস্তা মুক্তাগাছা-খামার বাজার থেকে চেলুয়া সৈয়দপাড়া মুগলটুলা পর্যন্ত রাস্তা এবং পৌর অডিটরিয়াম ও পাঠাগার পরিদর্শন করে

এসবের উন্নয়ন কাজ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের পরামর্শ দেন। কুমারগাতা ইউনিয়ন পরিষদ আয়োজিত কর আদায়ে সচেতনতাবৃদ্ধি শীর্ষক এক সভায় তিনি যোগদান করেন। এসময় এলজিইডি ময়মনসিংহ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ, জেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ সাইদুর রহমান খান, মুক্তাগাছা উপজেলা চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট বদরুদ্দিন আহমেদ ও মুক্তাগাছা পৌরসভার মেয়র আলহাজ্ব মোঃ মানসুরর রহমান খান উপস্থিত ছিলেন। ■

রাজ্জামাটি ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভায় এডিবি কান্ট্রি ডিরেক্টর

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর মিঃ পল. জে. হেইটেন্স গত ৩-৪ ডিসেম্বর রাজ্জামাটি ও ১৪-১৫ ডিসেম্বর চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভায় ইউজিপি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন ইউজিপি এর প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের সিনিয়র প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম ও গণ যোগাযোগ কর্মকর্তা জনাব গোবিন্দ বর।

কান্ট্রি ডিরেক্টর ৩ ডিসেম্বর অপরাহ্নে রাজ্জামাটি পৌরসভার নগর সমন্বয় কমিটির সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম মাল্টি মিডিয়ায় মাধ্যমে উপস্থাপন করেন, যার মধ্যে নগর দারিদ্র হ্রাসকরণ, ক্ষুদ্রঋণ ও দরিদ্র এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণ অন্যতম। মেয়র পর্যটন নগরী হিসেবে রাজ্জামাটির নয়নাভিরাম ও দৃষ্টি নন্দন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উল্লেখ করে এ নগরীকে আরো আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলার জন্য এডিবির অব্যাহত সহায়তা কামনা করেন। তিনি উল্লেখ করেন, রাজ্জামাটি পৌরসভায় রয়েছে ১৩টি নৃ-গোষ্ঠী ও বাঙালী

জনগণের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। পাহাড়ী-বাঙালী নির্বিশেষে সবাইকে সমান সেবা প্রদানে তার পৌরসভা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সন্ধ্যায় কান্ট্রি ডিরেক্টর এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের যোগ দেন। স্থানীয় পাহাড়ী ও বাঙালী শিল্পীবৃন্দ এতে সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন।

কান্ট্রি ডিরেক্টর ৪ ডিসেম্বর রাজ্জামাটি পৌরসভায় ইউজিপি এর আওতায় নির্মিত অবকাঠামো এবং রাজ্জাপানি এলাকায় দারিদ্র হ্রাসকরণ, ক্ষুদ্রঋণ ও

(এরপর ৭ম পৃষ্ঠায়)



এডিবি কান্ট্রি ডিরেক্টর মিঃ পল. জে. হেইটেন্স রাজ্জামাটি ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা পরিদর্শন করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন ইউজিপের প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন, এডিবির সিনিয়র প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম ও গণ যোগাযোগ কর্মকর্তা জনাব গোবিন্দ বর, রাজ্জামাটি পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার মেয়র অধ্যাপক আতাউর রহমান এবং সিংড়া পৌরসভার মেয়র ও ম্যাবের মহাসচিব অধ্যাপক শামিম আল রাজি।

পৌরসভার মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন

এলজিইডি'র জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জেলা পর্যায়ে ২৩টি পৌরসভায় মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন জরীপ কাজ এগিয়ে চলছে। জরীপ কাজের অংশ হিসেবে চুয়াডাঙ্গা ও নাটোর পৌরসভায় ৭-১৪ অক্টোবর এবং ৫-১১ নভেম্বর ট্রাফিক এন্ড ট্রান্সপোর্টেশন সার্ভে কাজ সম্পন্ন হয়। এতে শহর দুটির গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ২৪ ঘন্টাব্যাপী চলমান সব ধরনের যানবাহন গণনা ও ম্যাপে যানবাহন চলাচলের স্থান গুলো চিহ্নিত করা হয়। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় বিভিন্ন যানবাহনের যাত্রী ও পথচারীদের সাক্ষাতকার গ্রহণসহ অরিজিন ডেস্টিনেশন (ও-ডি) সার্ভে কাজ পরিচালিত হয়। এদিকে চুয়াডাঙ্গা পৌরসভায় অর্থনৈতিক জরীপ কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে ১৪-১৫ অক্টোবর ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক জরীপ কাজে চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ব্যবসায়ী ও এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা সভায় চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন তথ্য ও প্রস্তাবনা উত্থাপিত হয়। ডিটিআইডিপির প্রকল্প পরিচালক ও উপ প্রকল্প পরিচালক এবং আরবান প্লানারসহ পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে এলজিইডির উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কুয়াকাটা পর্যটন কেন্দ্রসহ উপজেলা পর্যায়ে ২২২টি পৌরসভায় মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়নের কাজ এগিয়ে চলছে। মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়নে তিনটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। এগুলো হলো শহর পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ, শহরের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা এবং শহরের বিরাজমান সম্ভাবনাসমূহ উপলব্ধি করা। মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন কাজে শহরবাসি, বিভিন্ন অংশীদারগণ ও পৌরসভা কর্তৃপক্ষকে মাষ্টার প্ল্যান ও এর কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে ১২টি অঞ্চলে একটি করে আঞ্চলিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ■